বঙ্গ দেশে চেখভ- ০১

ভালোবাসার নিমিত্তে

(A b o u t L o v e)

অনুবাদ:
সামিয়াতুল সামি

১০৫

ভালোবাসার নিমিত্তে

মূল: আন্তন চেখভ
অনুবাদ: সামিয়াতুল সামি

© সতীর্থ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০২৫
প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ
বানান সংশোধন ও সম্পাদনা: পিয়েল আর. পার্থ
স্কেচ: আবু আনন্দ নিটু

সতীর্থ প্রকাশনা'র পক্ষে ১০/ক, জেলা পরিষদ মার্কেট (নানকিং দরবার হলের সামনে), মনিবাজার, রাজশাহী ৬০০০; যোগাযোগ: ০১৭৩৭৭২৪১৭০ থেকে **মো. তাহমিদুর রহমান** কর্তৃক প্রকাশিত এবং রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত; ০১৭৩০-৯১৯৭৭৭

বাংলাবাজার শাখা: দোকান নং – ১১৭, গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Price: 250TK | INR: 250 | USD: 7$

About Love [Translated] by **Samiatul Sami**
Published by **Md. Tahmidur Rahman**, **Satirtho Prokashona**,
10/ka, Zila Porishod Market, Monibazar, Rajshahi
Published: February, 2025
ISBN: 978-984-99735-1-5

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

অনুবাদকের উৎসর্গ–

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বেড়ে ওঠা সেইসব ছেলেমেয়েদের,
যাদের শৈশব জটিল পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে নষ্ট হয়ে গেছে।
তবুও যাঁরা 'অডিসিয়াস' এর মতো হার না মানা কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে,
"By hook or by crook, this peril too shall be something that we remember."

অনুবাদক কথন

আন্তন চেখভের লেখা পড়ার শুরুটা বেশ নাটকীয়। সর্বপ্রথম তাঁর বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলাম পুরানো লাইব্রেরি থেকে। তখন স্কুলে পড়ি। সেই সময়ে বই কেনার অর্থ জোগাড় করা বেশ কষ্টকর ছিল। অগত্যা অল্প টাকায় বই কেনার বড় ভরসা ছিল পুরানো বইয়ের লাইব্রেরিগুলো। তেমনই একটা লাইব্রেরি থেকে সর্বপ্রথম আন্তন চেখভের একটা বই ঠাঁই নিয়েছিল আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে। সেই অল্প বয়সেই চেখভের এক অদেখা জগতের সন্ধান পাই। গল্পকথকদের জন্যে চেখভ হলেন সেই উদাহরণ যাকে দেখে শেখা উচিত একটি গল্প আর একটি চরিত্র কীভাবে কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা সম্ভব।

চেখভের সবচেয়ে বড় দিকটি হলো, তিনি আমাদের মনোজগৎ নিয়ে খেলা করেছেন। একটি জটিল চরিত্রকে বইয়ের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীল ভাষাতে। এখানে প্রথমেই তাঁর লেখা 'দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ' গল্পটির কথা বলতে হয়। ভালবাসা ও ঘৃণা—নামক দুই অনুভূতির অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছে। একইরকম দ্বন্দ্বের খোঁজ পাওয়া যায় 'ডিফিকাল্ট পিপল' গল্পে। চার দেওয়ালের মধ্যে একই পরিবেশে বসবাস করা তিনজনের মানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তন ও একে অপরের প্রতি চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো চেখভ এত সহজভাবে লিখেছেন যে পড়লে মনে হয়—লেখক বুঝি আমাদের নিয়েই গল্প লিখেছেন।

চেখভের জগৎ আমাদের জগতের চেয়ে আলাদা।

'দ্য লটারি টিকিট' গল্পটির কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। প্রায় সংলাপবিহীন এই গল্পে মানুষের মনের ভেতরকার দ্বিচারিতা পড়লে বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই ধরা পড়ে এক অন্য আয়নায়। গল্পের জগৎ ভাবতে গেলে তখন মনে হয়, এভাবে বুঝি চেখভ ছাড়া কেউ লিখতে পারতেন না!

আমি সবসময়ই চেয়েছি, আমাদের পাঠকেরা এমন কিছু পড়ুক যা তাঁদের মনোজগতে ছাপ ফেলে যায়। সেই প্রয়াসেই আমি চেখভের এই গল্পগুলি বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করেছি। অনুবাদ করার সময়টি সহজ ছিল বলা যাবে না। চেখভের অনেক গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে রাশিয়া গড়ার প্রাক্কালে। সেই সময়ের সামাজিক জীবনের নানা প্রতিচ্ছবি চেখভ এখানে তুলে ধরেছেন। সেই প্রতিচ্ছবি বাংলা ভাষায় তুলে ধরতে আমাকে সেই সময়টুকু নিয়েও পড়তে হয়েছে। চাইলে আক্ষরিক অনুবাদ করা যেত, কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছি, চেখভের যে জগৎ, সেই জগতই যেন পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। সেই চাওয়ার চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে সেটি বিদগ্ধজনেরা ভালো বলতে পারবেন।

সকলকে চেখভের জগতে স্বাগতম!

সামিয়াতুল সামি
২১ জানুয়ারি, ২০২৫
সোহরাওয়ার্দী হল, বুয়েট

বঙ্গ দেশে চেখভ- ০১

ভালোবাসার নিমিত্তে

(A b o u t L o v e)

সূচিপত্র

জটিল মানব
Difficult People ০৯

একজন মন্ত্রী
The Privy Councillor ২৪

বাক্সবন্দি মানুষ
The Man in a Case ৫৪

গুজবেরি ফল
Gooseberries ৭৪

ভালোবাসার নিমিত্তে
About Love ৯৬

লটারি টিকিট
The Lottery Ticket ১১১

জটিল মানব

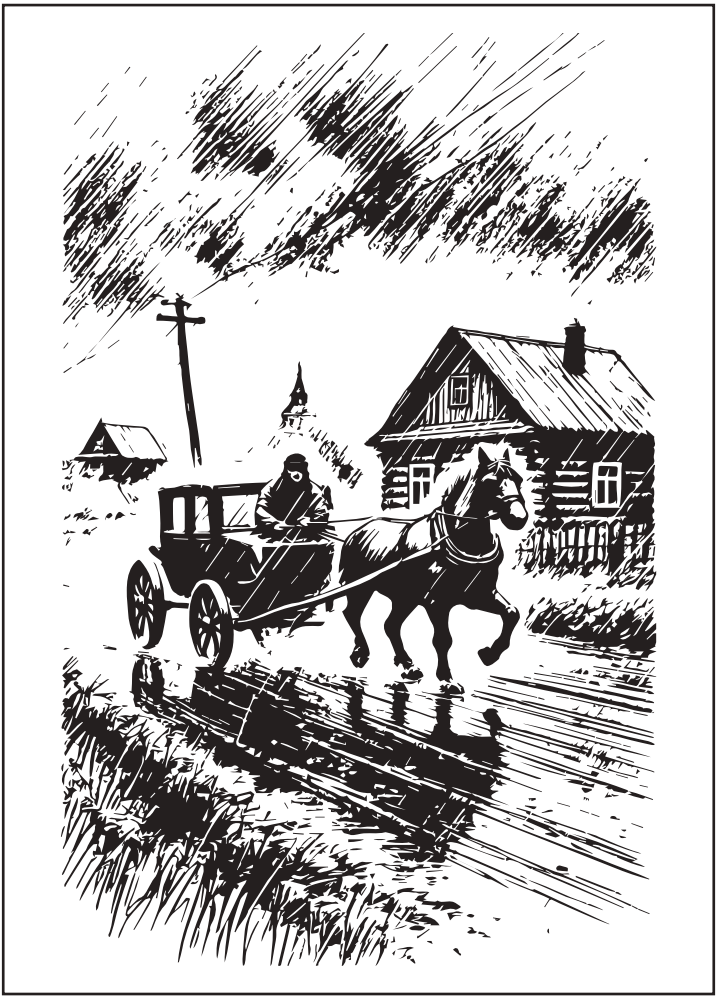

ইয়েভগ্রাফ ইভানোভিচ শিরিয়াভ—পেশায় একজন কৃষক। শিরিয়াভের বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তিনি অবশ্য বহুকাল আগেই মারা গেছেন। ধর্মযাজক হওয়ার জন্যে হোক আর যে কারণেই হোক, একজন মস্ত বড় জেনারেলের স্ত্রী মাদাম কুভশিনিকভের থেকে তিনি তিনশত একর জমি উপহার পেয়েছিলেন। বাবার সেই জমি উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে শিরিয়াভের কাছে। শিরিয়াভ এখন অবশ্য ঘরের কোণে কপার-স্ট্যান্ডের ওপর রাখা পাত্রে হাত ধুচ্ছে, একটু পরেই তাকে ডাইনিং টেবিলে বসতে হবে। শিরিয়াভের মুখ কেমন যেন উদ্বিগ্ন, একটু যেন অসুস্থও মনে হচ্ছে। দাঁড়িগুলোয় বহুদিন কাঁচি পড়েনি বোঝা যায়।

"এ কেমন আবহাওয়া!" শিরিয়াভ বলে উঠলেন, "আবহাওয়া তো নয়, যেন সাক্ষাৎ অভিশাপ। এই যে আবারও বৃষ্টি হচ্ছে!"

নালিশের সুরেই বললেন তিনি। তার পরিবার অবশ্য এই নালিশের ধার দিয়ে যাচ্ছে না, তারা অপেক্ষা করছে কখন শিরিয়াভের হাত ধোয়া শেষ হবে আর ডিনার শুরু হবে। স্ত্রী ফেদোস্যা সেমিওনোভা, সন্তান পিয়োতোর যে কি-না একজন ছাত্র, বড় মেয়ে ভারভারা আর তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে—এই নিয়েই তার পরিবার। তারা অনেকক্ষণ ধরে ডাইনিং টেবিলেই শিরিয়াভের অপেক্ষা করছে। কিন্তু কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়? অপরিচ্ছন্ন বোঁচা নাক, অনেকদিন না কাটা এলোমেলো চুল আর মোটাসোটা শিশু তিনটে—কোলকা, ভানকা ও অরিপকা অধৈর্য হয়ে চেয়ারগুলো নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু বড়দের যেন এই বাচ্চা তিনটের ওপর কোনো খেয়ালই নেই। তারা তাদের অস্থিরতা তো দেখছেনই না, বরং মনে হচ্ছে পরিবারের কনিষ্ঠতম এই সদস্যেরা খেলো কী খেলো না তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না!

বাচ্চা তিনটেকে আরও বেশ খানিকটা সময় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হলো। শিরিয়েভ হাত ধোয়া শেষ করলেন, শুকনো কাপড় দিয়ে হাত মুছলেন আর এরপর প্রার্থনায় বসে গেলেন। তবে প্রার্থনা শেষেও শিরিয়েভের মধ্যে তাড়াহুড়োর ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। তিনি বেশ

ধীরেসুস্থেই সব কার্য শেষে ডাইনিং টেবিলে এসে বসলেন, বসার সাথে সাথেই শিরিয়েভকে ক্যাবেজ-সুপ দেওয়া হলো। শিরিয়েভ আজকাল নতুন একটি শস্যাগার তৈরি করেছেন। সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে ফমকা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেখান থেকেই কুঠারের আঘাতের শব্দ আসছিল। কিন্তু হুট করেই উঠোন থেকে ফমকার অট্টহাসি শোনা গেল। তুরস্ককে নিয়ে সে খুব বাজে একটা কৌতুক করেছে, শিরিয়েভ সুপের বাটি নিতে নিতেই সেটা শুনতে পেলেন।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা হুট করেই জানালাটাকে এসে ভিজিয়ে দিলো!

পিয়োতর, দেখতে কাঁধের কাছটায় গোলগাল হবে, ডিনার খেতে খেতে একটু পরপর মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। তবে তাতে যখন কাজ হলো না, এরপরই সে ঘনঘন চামচটা শব্দ করেই প্লেটে রাখতে লাগল, বারবার ঠোঁট মুছতে লাগল। ইঙ্গিত পরিষ্কার, সে কিছু বলতে চায়। তবে পিয়োতরের চাওয়া সহসাই পূরণ হলো না, বাবার দিকে চকিতে এক চাহনি দিয়েই সে দমে গেল। পুনরায় খাওয়াতে মনোযোগ দিতে হলো। কিন্তু সব ধৈর্যই তো একসময় বাঁধ ভাঙে, পিয়োতরেরও ভাঙল। পোরিজটা যখন পাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তখন সে মুখ মুছে বলতে শুরু করল, "আমার আজকের সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে যাওয়া উচিত। আগেই চাওয়া উচিত ছিল, প্রায় দুই সপ্তাহ দেরি করে ফেলেছি আমি। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই আমার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।"

"ভালো তো, যাও," শিরিয়েভ সম্মতি দিলেন, "দেরি করছ কেন এত? ব্যাগ গোছাও আর চলে যাও। শুভকামনা তোমার জন্যে।"

এরপর এক মিনিটের নীরবতা।

"ওর যাওয়ার জন্যে টাকা লাগবে, ইয়েভগ্রাফ ইভানোভিচ," পিয়োতরের মা আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন।

"টাকা? হ্যাঁ, এটা ঠিক তুমি তো টাকা ছাড়া যেতে পারবে না। আমার থেকে নিয়ে নিয়ো, যেহেতু তোমার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি তো এটা অনেক আগেই নিতে পারতে!"

ছেলেটি যেন চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে দিলো, চকিতে মাকে দেখে নিলো একবার। শিরিয়েভ কোটের পকেট থেকে একটা পকেট-বুক বের করলেন, চোখের সামনে ধরলেন আর বললেন, "কত টাকা লাগবে তোমার?"

"মস্কো যাওয়ার ভাড়া হলো এগারো রুবল বিয়াল্লিশ কোপেক..."

আহ, খালি টাকা আর টাকা–শিরিয়েভ এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এটা অবশ্য শিরিয়েভের জন্যে নতুন কিছু নয়। টাকা দেখলেই তার ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সেটা দেওয়ার সময় হোক আর নেওয়ার সময়।

"এখানে বারো রুবল আছে। বাকিটা ভ্রমণপথের জন্যে লাগতে পারে।"

"ধন্যবাদ।"

এরপর আবারও নীরবতা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবারও পিয়োতর বলল, "গত বছরও আমি শুরু থেকেই ক্লাসে ছিলাম না। এ বছর কী হবে জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় নিজের জন্যে একটা কাজ খুঁজতে আমার কিছুটা দেরি হবে। থাকা-খাওয়ার জন্যে আমার আরও টাকা লাগতে পারে, আমার উচিত তোমার থেকে পনেরো রুবল নেওয়া।"

শিরিয়েভ কিছুক্ষণ ভাবলেন। আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"এই নাও," তিনি বললেন, "আর দ্রুত কাজ খুঁজে নিয়ো।"

পিয়োতর তাকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু পিয়োতরের আরও কিছু বলার ছিল। তাকে কাপড় কিনতে হবে, বই কিনতে হবে, পড়ালেখার ফি দিতে হবে। তার আরও কিছু টাকার প্রয়োজন, সেটা তার, বাবার কাছে চাওয়া উচিত। কিন্তু বাবার দিকে আরেকবার তাকানোর পর সে দমে গেল, সে আর টাকা চাইল না। কিন্তু পিয়োতরের মা নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। অন্যান্য মায়ের মতোই তার নিজেরও মায়ের মন। সেখানে ছেলের মঙ্গলকামনায় কোনো নীতি বা কূটনীতি খাটাতে

তিনি রাজি নন। তিনি রাখঢাক না রেখে সোজা বলেই ফেললেন, "তোমার উচিত ওকে আরও ছয় রুবল দেওয়া। ইয়েভিগ্রাফ ইভানোভিচ, ওকে একজোড়া বুট জুতাও কিনতে হবে। তুমিই দেখো, ওর পায়ের পুরানো ঐ জোড়া জুতাজোড়া নষ্ট হয়ে গেছে। ওগুলো পরে কীভাবে মস্কো যাবে?"

"ওকে আমার পুরানো জুতাটা দিয়ে দাও। ওগুলো এখনও ভালো আছে।"

"তুমি ওর দিকে তাকাও, কী বাজে লাগছে ওকে দেখতে। ওকে ট্রাউজারও কিনতে হবে।"

আর এরপরই ডিনার টেবিলে একটা ঝড়ের পূর্বাভাস বয়ে গেল। বেশিরভাগ পরিবারই এই ধরনের ঝড়কে ভয় পায়।

আস্তে আস্তে শিরিয়াভের কান থেকে শুরু করে পুরো মুখমণ্ডল রাগে লাল হয়ে যেতে লাগল। ইয়েভগ্রাফ ইভানোভিচ একটু নড়েচড়ে বসলেন, কলারের ওপরের বোতামটা খুলে দিয়ে জামাটা ঢিলা করে দিলেন। তাকে দেখে মনে হতে লাগল, নিজের রাগ দমনের একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। কিন্তু তিনি পারছিলেন না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, প্রবল কোনো অনুভূতি তাকে তাড়া করতে চাইছে আর তিনি চাইছেন সেখান থেকে পালাতে। হঠাৎই ঘরে শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। ডাইনিং টেবিলে বসে থাকা শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেল। তবে ফেদোস্যা সেমিওনোভা তাতে দমে গেলেন না। যেন কিছুই হয়নি এমন সুরেই তিনি আবারও বললেন, "তুমি জানো, ও এখন আর বাচ্চা নয়; ভালো কাপড় ছাড়া বাইরে যেতে ও লজ্জা পায়।"

শিরিয়েভ এবার তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে একটা মোটা নোটবুক বের করে জোরে টেবিলে চাপড় মারলেন। নোটবুকের ধাক্কায় পুরো টেবিলটাই কেঁপে উঠল, নিচে পড়ে গেল টেবিল থেকে কয়েকটা পাউরুটি। রাগ, বিরক্তি, অর্থলিপ্সা—সব মিলে তার মুখটা বিকৃত দেখাতে লাগল। সে আবারও দানবের মতো চিৎকার করে উঠল,

"সব নিয়ে যাও! লুট করো আমাকে বরং, নিয়ে যাও সব। মেরে ফেলো আমাকে!" এরপর তিনি টেবিল থেকে উঠে নিচের মাথায় হাত ঠোকাতে লাগলেন, আর হঠাৎ করেই টেবিল ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও তার চিৎকার থামল না। তিনি উগ্রভাবেই বলে যেতে লাগলেন, "একদম শেষ অবধি ফতুর করে দাও আমাকে। শেষ কণাও শুষে নাও তোমরা। ডাকাতি করো আমাকে, ঘাড় ভেঙে নিয়ে যাও!"

শিরিয়েভের ছেলেটা মাথা নিচু করে চোখ নামিয়ে ফেলল। তার মুখ দিয়ে আবার খাবার পাকস্থলিতে প্রবেশ করল না। আদতে সে আর খাবার মুখেই নিলো না। আর ফেদোস্যা সেমিওনোভা, যিনি পঁচিশ বছর সংসার করার পরেও স্বামীর আচরণের কূল-কিনারা করতে পারেন না– তিনি যেন নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে কী একটা বলতে লাগলেন, হয়তো এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখার এটাই একটা পন্থা তার কাছে। সেমিওনোভার পাখির মতো ছোট মুখটা সবসময়ই নিস্তেজ আর ভীত থাকত, আজ সেই মুখে যেন আতঙ্ক আর চমকেরও দেখা মিলল। বড় মেয়ে বারবারা এবং ছোট ছোট ছেলেরাও নিজেদের চামচ নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

তবে শিরিয়েভের এতে কিন্তু মন গলল না। সে যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। তার প্রতিটা কথা যেন হয়ে উঠতে লাগল আগের চাইতে অধিক তীক্ষ্ণ। সে টেবিল থেকে নিজের নোটবুকটা তুলে নিয়ে সেটা সবার চোখের সামনে নাচাতে লাগল, "নিয়ে যাও!" শিরিয়েভ বলল, "গলা পর্যন্ত তো গিলেই ফেলেছ। এখন টাকাও নিয়ে যাও। আমার কিচ্ছু লাগবে না। তোমার জন্যে নতুন জুতা আর ইউনিফর্ম কিনে নিয়ো!"

শিরিয়েভের ছেলেটি ম্লান হয়ে ছিল। সে এতক্ষণে মুখ মুখল, "শোনো বাবা," ছেলেটির যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলল, "আমি... আমি হাতজোড় করছি, এসব থামাও, অন্তত..."

"মুখ সামলে কথা বলো," শিরিয়েভ তার ছেলেকে কথা শেষ করতে দিলেন না। তিনি এমন জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে তার চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ে গেল, "মুখ সামলে কথা বলবে তুমি!"

"আমি... আমি এসব দেখেই বড় হয়েছি। কিন্তু... কিন্তু আমি আর নিতে পারছি না। তুমি কি বুঝতে পারছ? আমি আর নিতে পারছি না!"

"মুখ সামলে কথা বলবে," শিরিয়েভ এবার আর্তনাদ করে উঠলেন। সজোরে নিজের পায়ের সাথে পা ঠুকে তিনি বলতে লাগলেন, "আমি যা বলব তোমাকে তাই শুনতে হবে। আর আমি তাই বলব যা আমি পছন্দ করি। তোমাকে তোমার মুখ সামলে চলতে হবে। তোমার মতো বয়সে আমি নিজের রোজগার নিজেই উপার্জন করতাম। আর তুমি... তুমি জানো তোমার জন্যে আমার কত খরচ হয়? খচ্চর কোথাকার। তোমার মতো অকর্মণ্যকে আমি বের করে দেবো!"

"ইয়েভগ্রাফ ইভানোভিচ," ফেদোস্যা সেমিওনোভা বিড়বিড় করে বললেন। নিজের আঙুলগুলো অসহিষ্ণুর মতো নাড়াচাড়া করে তিনি বললেন, "তুমি জানো... তুমি জানো পেত্যা..."

"তুমিও মুখ সামলে কথা বলবে!" শিরিয়েভ এবার চিৎকার করতে করতে নিজের স্ত্রীর দিকে ঘুরে গেলেন। রাগে তার চোখ ফেটে জল বের হয়ে গেল, "তুমিই ওকে নষ্ট করে ফেলেছ—তুমিই। সব দোষ তোমার। আজকে আমাদের জন্যে ওর কোনো শ্রদ্ধা বা সম্মান নেই, ও ঠিকঠাক প্রার্থনাতেও বসে না, কিছুই আয় করে না। তোমাদের দশজনের বিরুদ্ধে আমি একা। আমি তোমাদের সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো, সব্বাইকে!"

শিরিয়েভের বড় মেয়ে বারবারা স্থিরচিত্তে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। হাঁ হয়ে রইল তার ম্লান মুখটি। এরপর ধীরে ধীরে সে মাথা ঘুরিয়ে শূন্য চোখে জানালার দিকে তাকাল। আর হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ফোঁপাতে লাগল চেয়ারে হেলান দিয়ে। শিরিয়েভ এবার থামলেন। ঘরের মধ্যে বিষণ্ণতার এক তরঙ্গ রেখে তিনি উঠোনে চলে গেলেন।

শিরিয়েভের বাসার সাংসারিক ঝগড়াগুলো এভাবেই শেষ হতো। কিন্তু, এ দফায় যে ব্যাপারটা অতিরিক্ত হলো–শিরিয়েভের ছেলে পিয়োতরও এবার রাগে ফুঁসতে লাগল। পিয়োতরও তার বাবা ও দাদার মতোই রাগী মেজাজের। তার দাদা যাচক হয়েও শিষ্যদের গায়ে হাত তুলতেন। পিয়োতর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাগে গজরাতে গজরাতে উঠে গেল তার মায়ের কাছে। এরপর সে যত জোরে পারল চিৎকার করে বলতে শুরু করল, "এ ব্যাপারগুলো অপমানজনক, দেখতে দেখতে আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। আমার কিচ্ছু লাগবে না! কিচ্ছু না! তোমাদের টাকায় গাল ভরে খাওয়ার চেয়ে আমার বরং ক্ষুধায় মরে যাওয়াই ভালো। তোমাদের এই নোংরা টাকা ফিরিয়ে নাও! নিয়ে নাও!"

এবার সম্ভবত সেমিওনোভার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি দেয়াল ধরে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন। এরপর হাত নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "আমি কী করেছি?" সেমিওনোভা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে এরপর তিনি শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারলেন, "কী?"

বাবার মতো ছেলেও এবার ঘর ছেড়ে উঠোনের দিকে চলে গেল। শিরিয়েভের বাসাটা ছিল একটি গিরিখাতের কিনারে, যেখানে চার মাইল জুড়ে শুধু খাঁজকাটা প্রান্তর। বাসার একপাশে ওকে আর বার্চ গাছের চারাতে ভরপুর ছিল, নিচে বয়ে যেত পানির ধারা। বাসার একপাশে এই গিরিখাত থাকলেও অন্যপাশে কিন্তু ছিল খোলা মাঠ। সেখানে না কোনো বেড়া ছিল, না কোনো দেয়াল। শিরিয়েভের বাসার আশেপাশে আরও বাসা ছিল। সেসব বাসার মধ্যে শিরিয়েভের বাসার সামনে যে খোলা জায়গাটুকু ছিল, সেটুকুই ছিল শিরিয়েভের উঠোন। সেই উঠোনে অবশ্য শিরিয়েভ হাঁস, মুরগি আর শূকরও চরাত।

ছেলেটি ঘর থেকে বের হয়ে কর্দমাক্ত পথে খোলা প্রান্তরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বাতাসে বইছিল বসন্তের সুবাস। তবে বসন্তের দিনের শেষ লগ্নে দিনের আলো কমে আসছিল। মাঠ ছেয়ে থাকা হলুদ